بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো নাইজেরিয়ার আহমদী মুসলিম নারী শিক্ষার্থীরা

"একজন ভালো নেতাকে সৎ হতে হবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে পরিপূর্ণ ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন করতে হবে, তাকে পরিশ্রমী হতে হবে, দেশ, জনগণ এবং জাতির প্রতি আন্তরিক হতে হবে।"
— হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১, লাজনা ইমাইল্লাহ্ (১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী আহমদী নারীদের অঙ্গ-সংগঠন) নাইজেরিয়ার শিক্ষার্থীদের সাথে এক ভার্চুয়াল অনলাইন সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ ভার্চুয়াল সভার সভাপতিত্ব করেন, আর নারী শিক্ষার্থীরা নাইজেরিয়ার লাগোসের ওজোকোরোতে অবস্থিত লাজনা হলে সমবেত হন।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতসহ কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর লাজনা ইমাইল্লাহ্র সদস্যাগণ হুযূর আকদাসের কাছে ধর্ম ও সমসাময়িক বিষয়াদি সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন উপস্থাপনের সুযোগ পান।

তরুণীদের একজন হুযূর আকদাসের কাছে জানতে চান, কীভাবে তারা এমন পাপসমূহ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবেন, যেগুলোতে তাদের আসক্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"প্রথম বিষয় হলো তুমি তোমার দৈনিক পাঁচবার নামাযে আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করো যেন আল্লাহ্ তা'লা সকল শয়তানী আক্রমণ এবং শয়তানী বিষয়বস্তু থেকে তোমাকে রক্ষা করেন। আজকের দিনে পৃথিবীতে অনেক বেশি মন্দ

বিষয় আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে। আজ ইন্টারনেট, টেলিভিশন এবং অন্যান্য সামাজিক-যোগাযোগ-মাধ্যম আমাদেরকে এমনভাবে আকৃষ্ট করছে যা সঠিক পদ্ধতি নয়। টেলিভিশনে এবং ইন্টারনেটে এমন বেশ কিছু অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হয় যেগুলো প্রকৃতপক্ষে আমাদেরকে সঠিক পথ হতে এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হতে পথভ্রষ্ট করতে প্রয়াসী, আর (এসব অনুষ্ঠানের) চমক ও মোহের কারণে আমরা এসবের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছি।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"সুতরাং, প্রথম বিষয় হলো আল্লাহ্‌র সাহায্য যাচনা করা — কেবল আল্লাহ্‌ই আমাদেরকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। এজন্যই আমরা বলে থাকি, 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' (আমি আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই বিতাড়িত শয়তান থেকে)। তারপর, দৈনিক পাঁচ বেলার নামাযে তোমার বিগলিত চিত্তে দোয়া করা উচিত, যেন আল্লাহ্‌ তোমাকে এবং তোমার ভাই-বোনদেরকে এবং তোমার পরিবারের সদস্যদেরকে এবং জামা'তের সদস্যদেরকে রক্ষা করেন। আর এভাবেই তুমি তোমার দোয়ার পরিধিকে বিস্তৃত করতে পারো, যেন তুমি কেবল তোমার নিজেকেই রক্ষা করবে না, বরং তোমার পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিকতাকেও রক্ষা করবে। এরপর ইস্তেগফার (আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চেয়ে দোয়া) করো। নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও যে, তুমি প্রতিদিন যত বেশি সম্ভব ইস্তেগফার পড়বে। এছাড়াও, টেলিভিশন বা ইন্টারনেট বা সামাজিক-যোগাযোগ-মাধ্যমে মন্দ অনুষ্ঠানাদি না দেখার চেষ্টা করো। সুতরাং, এভাবেই তুমি নিজেকে রক্ষা করতে পারবে।"

বিষয়টির ওপর আরো আলোকপাত করে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"একই সাথে, পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে তোমার ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করার জন্য চেষ্টা করো আর দেখার চেষ্টা করো (যে), পবিত্র কুরআনে কী কী আদেশ-নিষেধ প্রদান করা হয়েছে। এগুলো লিখে রাখো — কী তোমাকে করতে হবে আর কী থেকে বেঁচে থাকতে হবে। মন্দ বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকো।"

সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানো এবং ছাত্র-ছাত্রীরা কীভাবে তাদের সময়কে কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে পারেন সে সম্পর্কে আরেকটি প্রশ্ন করা হয়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"ভোরে ওঠার চেষ্টা করো। যদি না খুবই আবশ্যক হয় আর তোমাকে রাতে দেরিতে শুতে যেতে বাধ্য হতে হয়, তোমার চেষ্টা করা উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘুমাতে যাওয়া। 'Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.' (সকাল সকাল ঘুমাতে যাও, সকাল সকাল ওঠো, তাহলেই হবে তুমি স্বাস্থ্যবান, ধনী ও জ্ঞানী)। এছাড়াও, আল্লাহ্‌র সাহায্য চাও, যেন তিনি তোমার নিজের জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য করেন। ছাত্রী হিসেবে তোমার প্রতিদিন অন্তত ছয় ঘণ্টা ঘুমানো উচিত। এরপর তোমার উচিত নিজেকে পড়াশোনা এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত রাখা।"

নিজেদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের হিসাব রাখার গুরুত্ব বর্ণনা করে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"দিনের শুরু থেকে, তোমার কর্মকাণ্ডের বিবরণ লিখে রাখো। উদাহরণস্বরূপ, যদি তুমি ভোর ছয়টায় ওঠো, অথবা যখনই ফজরের সময় হয়, তা লিখে রাখো। ... প্রতিটা কাজ, যা তুমি সারাদিনে করেছো, তা অবশ্যই লিখে রাখো। তারপর, দিনের শেষে দেখো তুমি কী কী কাজ করেছো। ... এভাবে, এক সপ্তাহ ধরে তুমি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তোমার কার্যক্রম লিখে রাখো। তুমি দেখতে পাবে তুমি কী কী উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত আর কী কী অপ্রয়োজনীয় কাজে তুমি সময় ব্যয় করছো। এভাবে তুমি জানতে পারবে এবং তোমার সময়কে আরো ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারবে।"

আরেকটি প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কোন বইগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার জন্য হুযূর আকদাস সুপারিশ করবেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"তোমাদের 'ইসলামী নীতিদর্শন' বইটি পড়া উচিত। এটি তোমাকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দিবে। এরপর রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বই-পত্র থেকে সংগৃহীত উদ্ধৃতির সংকলনের কয়েকটি খণ্ড, যা ইংরেজিতে 'Essence of Islam' নামে প্রকাশিত। সুতরাং, এই বইগুলো পড়ো। ... প্রতিটি খণ্ডে বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে আর তুমি তোমার পছন্দের বিষয়বস্তু বেছে নিতে পারো আর এভাবে ধর্মীয় জ্ঞানের বিষয়ে তোমার আগ্রহ গড়ে উঠবে।"

আরেকজন অংশগ্রহণকারী জানতে চান, একজন সফল নেতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কোনটি।

উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"রাজনৈতিক নেতা বা তোমার দেশের নেতার ক্ষেত্রে, তাদের সৎ হওয়া উচিত। জনমানুষের দুঃখ তাদের অনুভব করা উচিত। ... [যদি তারা] কেবলমাত্র জনগণের টাকায় নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করতে থাকে এবং দেশে-বিদেশে নিজেদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বাড়াতে থাকে, তবে তারা ভালো নেতা নয়। একজন প্রকৃত ও ভালো নেতাকে অনেক বেশি সৎ, নিজ জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাকে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। অতএব, একজন ভালো নেতাকে সৎ হতে হবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে পরিপূর্ণ ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন করতে হবে, তাকে পরিশ্রমী হতে হবে, দেশ, জনগণ এবং জাতির প্রতি আন্তরিক হতে হবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"যদি তোমাদের নেতার এই সকল গুণাবলী থাকে তবে তিনি একজন ভালো নেতা। যদি তা না হয়, তবে আমি আশা করি যে, ভবিষ্যতে আহমদী মুসলমানগণ ভালো নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন; যেন তোমরা তোমাদের দেশকে সর্বোত্তমভাবে পরিচালিত করতে পারো। ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক নেতার ক্ষেত্রে (একই কথা প্রযোজ্য), তার মাঝেও (সেই) একই রকম গুণাবলী থাকা প্রয়োজন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মধ্যেও কোন নেতা (যদি হয়), তোমাদের আমীর, তোমাদের প্রেসিডেন্টও যদি হন, তাদের মাঝেও সেই একই গুণাবলী থাকা প্রয়োজন।"